সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কপ ২২ জলবায়ু সম্মেলনের ফলাফলে হতাশ অধিকারভিত্তিক নাগরিক সমাজ: বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোচ্চার ভূমিকা রাখার পরামর্শ

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্বাধীন জলবায়ু কমিশন গঠনের দাবি

ঢাকা, ২৮ নভেম্বর ২০১৬। মরক্কোর মারাকাশে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের ফলাফলে স্বল্পোন্নত ও অতিবিপদাপন্ন দেশগুলোর দাবি পূরণ না হওয়া এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কোনও রূপরেখা প্রণীত না হওয়ায় হতাশা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অধিকার ভিত্তিক নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহ। আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে তারা তাদের এই অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। তারা আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ভূমিকা আরও সক্রিয় ও যথাযথ হওয়া উচিৎ বলে অভিমত প্রকাশ করেন এবং সেই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতীয় কার্যক্রম তদারকি এবং আন্তর্জাতিক আলোচনা সমন্বয় করার দায়িত্ব বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে না দিয়ে এর জন্য স্বাধীন একটি জলবায়ু কমিশনের দাবি করেন।

'সদ্য সমাপ্ত ক প-২২ মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলন: নাগরিক সমাজের পর্যালোচনা ও প্রস্তাবনা ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনটি যৌথভাবে আয়োজন করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, বাংলাদেশ ক্লাইমেট জার্নালিস্ট ফোরাম, বাংলাদেশ ইনডিজিনাস পিপলস অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এনড বায়োডাইভার্সিটি, ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড, ইক্যুইটিবিডি এবং ফোরাম অন এনভায়রনমেন্ট জার্নালিস্ট ইন বাংলাদেশ। ইক্যুইটিবিডি'র রেজাউল করিম চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেনকোস্ট ট্রাস্টেরমোস্তফা কামাল আকন্দ। এতে আরও বক্তব্য রাখেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং ফোরাম অন এনভায়রনমেন্ট জার্নালিস্ট ইন বাংলাদেশের সভাপতি কামরুল ইসলাম চৌধুরী, ইক্যুইটিবিডি'রসৈয়দ আমিনুল হক, ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুডের সমন্বয়কারী প্রদীপ কুমার রায়, এবং ইক্যু ইটিবিডি'রমো. মজিবুল হক মনির।

মো. মজিবুল হক মনির বলেন, বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত ও অতি বিপদাপন্নদেশগুলোর সুশীল সমাজ মারাকাশ সম্মেলনের ফলাফলে দারুণভাবে হতাশ। এই সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত, বিপন্ন ও গরিব দেশগুলোর প্রতি ধনী দেশগুলোর অবহেলা এবং দায় এড়িয়ে চলার প্রবণতা ছিল প্রকট। প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার ব্যাপারে ধনী দেশগুলো কোনও রোডম্যাপ দেয়নি, ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ হয়নি। কেবল অভিযোজন তহবিলের জন্য ৮১ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ধনী দেশগুলোর এই ধরনের অবস্থান জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোতে জলবায়ু গণহত্যার সৃষ্টি করবে বলে আশংকা করা যায়।

সৈয়দ আমিনুল হক বলেন, বর্তমান মন্ত্রীর সময়ে জলবায়ু সম্মেলনগুলোতে সরকারি প্রতিনিধি দলে নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্তি ও মত বিনিময় ভীষণভাবে সীমিত করা হয়েছে। এবার সরকারি প্রতিনিধি দলে দেশের নাগরিক সমাজের দুজন নেতৃত্বস্থানীয় এবং দীর্ঘদিন ধরে অঅন্তর্জাতিব জলবায়ু আলোচনায়নেতৃত্বদানকারী দুইজন ব্যক্তি যাননি। এর ফলে বাংলাদেশের আলোচনা বা দরকষাকষির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই দুজন ব্যক্তি মূলত সরকারি ও বেসরকারি মতামতের ক্ষেত্রে সমন্বয় ও ভারসাম্যের চেষ্টা করেছেন। ক্ষমতাসীন দল ছাড়া বিভিন্ন কারণে বিরোধী সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনা নিয়ে অবহেলা রয়েছে। এবিষয়ে সবার আগ্রহ থাকা উচিৎ। আমরা মনে করি যে, সরকারি প্রতিনিধি দলে সংসদের ভিতরে ও বাইরে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ থাকা উচিৎ।

কামরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন,মোট আটটি বিষয়ে এই সম্মেলনে সিদ্ধান্তনেওয়ার কথা ছিল, মাত্র একটি বিষয় ছাড়া আরকোনও বিষয়েকোনও সিদ্ধান্তনেওয়া যায়নি। এ কারণেই এটি হতাশজনক। আমরা মনে করি, জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে দেশের ভিতর স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা, দুর্নীতি মুক্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে আমরা হাজার চেষ্টা করলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে পারবো না।

প্রদীপ কুমার রায় বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও অতি বিপদাপন্ন দেশসমূহ বিশ্ব জলবায়ু আলোচনায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে। আমরা চাই, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সোচ্চার থাকুক এবং স্বল্পোন্নত, অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর নেতৃত্ব দিক।

রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, সরকারি প্রতিনিধি দলের সরকারি কর্মকর্তারা মেধাবী এবং তারা তৎপরও বটে। কিন্তু তাদের উপর বর্তমান মন্ত্রীর সময়ে রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা হীনতা বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলেছে, যা কিনা প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানেরও পরিপূর্ণতা করে না। যে কারণে প্যারিস চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে। যেমন আর্টিকেল ৮ ও জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি আনা যায়নি। পরিবেশ ও বন সুরক্ষা এবং জলবায়ু আলোচনা, জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন আলাদা বিষয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জলবায়ু আলোচনা এবং জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও অভিযোজন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় কমিশন গঠন তরা উচিৎ।

বার্তা প্রেরক
রেজাউল করিমচৌধুরী,মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২, মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১